



9449 - যাকাত ও সদকার মাঝে পার্থক্য কী?

প্রশ্ন

যাকাত ও সদকার মাঝে পার্থক্য কী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

الزكاة (যাকাত)-এর শাব্দিক অর্থ: বৃদ্ধি, লাভ, বরকত ও পবিত্র করা।

দখুন, লসানুল আরাব (১৪/৩৫৮) ও ফাতহুল কাদীর (২/৩৯৯)।

আর الصدقة (সদকা) শব্দটি الصِدْق (আস-সদিক বা সত্য) থেকে গৃহীত। যহেতে সদকা করা সদকাকারীর ঈমানের সত্যতার দলীল। দখুন: ফাতহুল কাদীর (২/৩৯৯)

শরয়া পারিভাষিক সংজ্ঞা:

যাকাত হচ্ছে: বিভিন্ন শ্রণীর সম্পদে আল্লাহ যবে যাকাত ফরয করছেন শরীয়তের বর্ণনা অনুযায়ী সগেলো এহ হকদারদেরকে প্রদান করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত পালন।

আর সদকা হলো: সম্পদ ব্যয় করার মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদত করা; যবে ব্যয় শরীয়ত আবশ্যিক করেনি। অনকে সময় ফরয যাকাতকেও সদকা বলা হয়।

যাকাত আর সদকার মাঝে পার্থক্য নমিনরূপ:

১. ইসলাম নরিদষ্টিত কিছু জনিসিরে মধ্যে যাকাতকে আবশ্যিক করেছে। যথা: স্ববর্ণ, রৌপ্য, ফসল, ফল-ফলাদা, ব্যবসার পণ্য এবং গবাদপিশু তথা উট, গরু ও ছাগল-ভেড়া।

আর সদকা কোনে নরিদষ্টিত বস্তুতে আবশ্যিক নয়। বরং এটার ক্ষেত্রে মানুষ নরিদষ্টিত না করে যা খুশি দান করতে পারে।

২. যাকাতের জন্য কিছু শর্ত আছে; যমেন বর্ষপূর্তি ও নসোব এবং প্রদয়ে যাকাতের সম্পদের নরিধারতি পরিমাণ আছে।



কিন্তু সদকার জন্য কোনও শর্ত নাই। সদকা যবে কোনও সময়ে যবে কোনও পরমাণে দেওয়া যায়।

৩. যাকাত: আল্লাহ তায়ালা নরিদষ্টিত কিছু খাতে যাকাত বণ্টন করা আবশ্যিক করছেন। এদের বাহিরে অন্যদেরকে দেওয়া জায়যে নয়। আল্লাহর বাণীতে যাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে: “যাকাত হল কবেল ফকরি, মসিকীন, যাকাতের কাজে নিয়োজিত কর্মী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য এবং ক্রীতদাস, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর পথে যারা আছে তারা ও মুসাফরিদের খাতে। এটি আল্লাহ কর্তৃক ফরযকৃত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” [সূরা তাওবাহ ৯:৬০]

আর সদকা যাকাতের আয়াতভুক্ত ব্যক্তিদেরকে দেওয়া যাবে, আবার অন্যদেরকেও দেওয়া যাবে।

৪. কারও উপর যাকাত আবশ্যিক থাকা অবস্থায় যদি সে মারা যায়, তাহলে তার সম্পদ থেকে যাকাত বের করা উত্তরাধিকারী ব্যক্তিদের উপর আবশ্যিক। ওসীয়ত ও উত্তরাধিকারীদের অংশের উপর যাকাত অগ্রাধিকার পাবে।

আর সদকাতের এর কোনওটি আবশ্যিক নয়।

৫. যবে ব্যক্তি যাকাত দবিলে না সে শাস্তি পাবে; যমেনটা সহীহ মুসলমি (৯৮৭) বর্ণণিত হাদীসে আছে। আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “সোনো-রূপা সঞ্চারকারী ব্যক্তি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে জাহান্নামের আগুনে সেগেলোকে উত্তপ্ত করা হবে। তারপর এগুলোকে পাতেরে ন্যায় বানিয়ে এর দ্বারা তার পার্শ্ব এবং কপালে দাগ দেয়া হবে। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা শেষে করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যবে দিনেরে পরমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছরেরে সমান। এরপর তাকে তার পথ দেখানো হবে; জান্নাতেরে দিকে অথবা জাহান্নামেরে দিকে। কোন উটেরে মালকি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে তাকে এক প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে অধোমুখী করে শায়তি করা হবে। এরপর সে উট পূর্বেরে চাইতেও অধিক মটোতাজা অবস্থায় মালকিরে নকিট উপস্থতি হবে এবং তাকে পদদলতি করতে থাকবে। এদেরে শেষেটা চলে গেলে আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা শেষে করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যবে দিনেরে পরমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে তার পথ দেখানো হবে; জান্নাতেরে দিকে অথবা জাহান্নামেরে দিকে। বকরীর কোন মালকি যদি এর যাকাত আদায় না করে তবে তাকে প্রশস্ত সমতল প্রান্তরে শায়তি করা হবে। এরপর সে বকরী পূর্বেরে চয়েও অধিক মটোতাজা অবস্থায় মালকিরে নকিট উপস্থতি হবে এবং স্বীয় খুর দ্বারা তাকে দলতি করবে ও শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে। এদেরে মধ্যে সেনি কোনটাই শিবিহীন এবং উল্টো শিং বিশিষ্ট থাকবে না। যখন এদেরে শেষেটা চলে যাবে তখন আবার প্রথমটি ফিরে আসবে। আল্লাহ তায়ালা তাঁর বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা শেষে করা পর্যন্ত এমন এক দিনে যবে দিনেরে পরমাণ হবে তোমাদেরে হিসাব অনুসারে পঞ্চাশ হাজার বছর। এরপর তাকে তার রাস্তা দেখানো হবে, জান্নাতেরে দিকে অথবা জাহান্নামেরে দিকে। ... ”

আর সদকা ত্যাগকারী ব্যক্তির শাস্তি হবে না।



৬. যাকাত: চার মাযহাবরে ঐকমত্যরে ভিত্তিতে যাকাত মূল ও শাখা আত্মীয়দের কাউকে দেওয়া জায়যে নয়। মূল হল মা-বাবা, দাদা-নানাগণ এবং দাদী-নানীগণ। আর শাখা হল সন্তান-সন্ততি।

আর সদকা: মূল ও শাখা উভয় শ্রণীর আত্মীয়কে দেওয়া জায়যে।

৭. যাকাত: ধনী ও উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তিকে দেওয়া জায়যে নয়।

উবাইদুল্লাহ ইবনে আদী বর্ণনা করেন, আমাকে দুই ব্যক্তি এই খবর দিয়েছেন যে, তারা বদায় হজ্জরে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসেছিলেন। তখন তিনি যাকাতের মাল বণ্টন করছিলেন। সেই ব্যক্তিদ্বয় তাঁর কাছে কিছু যাকাতের মাল চাইলেন। তখন তিনি তাদের দিকে উপরে ও নীচে চোখ ঘুরিয়ে তাকালেন। তিনি দেখলেন যে, আমরা শক্তিশালী। তখন তিনি বললেন: “তোমরা যদি চাও তবে আমি তোমাদের দু’জনকে দিবি। (কিন্তু জনে রাখো!) এই সম্পদে ধনী উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তির কোনো প্রাপ্য নাই।” [হাদীসটি আবু দাউদ (১৬৩৩) ও নাসাঈ (২৫৯৮) বর্ণনা করেন। ইমাম আহমদ ও অন্যান্যরা এটাকে সহীহ বলছেন]

দখুন, তালখীসুল হাবীর (৩/১০৮)।

আর সদকা: ধনী ও উপার্জনে সক্ষম সবল ব্যক্তিকে দেওয়া জায়যে।

৮. যাকাতের ক্ষেত্রে উত্তম হল স্থানীয় ধনীদের থেকে যাকাত আদায় করে স্থানীয় দরিদ্রদের মাঝে বণ্টন করা। বরং অনেকে আলমে মনো করেন বিশেষ কোন কল্যাণ ছাড়া অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তর করা জায়যে নাই।

আর সদকা: কাছরে-দূররে সবার মাঝে বণ্টন করা যায়।

৯. যাকাত কাফরে ও মুশরকদেরকে দেওয়া জায়যে নাই।

আর সদকা কাফরে ও মুশরকদেরকে দেওয়া জায়যে।

যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “আর খাদ্যের প্রতি ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, এতীম ও বন্দীদেরকে খাবার দান করে।” [সূরা ইনসান: ৮] কুরতুবী বলেন: মুসলিম দেশে বন্দী হিসেবে থাকে কেবল মুশরকি।

১০. একজন মুসলমিরে জন্য নিজের স্ত্রীকে যাকাত দেওয়া জায়যে নাই। ইবনুল মুনযরি এই বিষয়ে ফকীহদের ইজমা (ঐকমত্য) বর্ণনা করছেন।

আর সদকা স্ত্রীকে দেওয়া যতে পারে।



এগুলো যাকাত ও সদকার মাঝে বন্দিমান কিছু পার্থক্য।

সকল পুণ্যের কাজকে সদকা বলা হয়। বুখারী রাহমিহুল্লাহ তার সহীহ বইয়ে বলেন: “অধ্যায়: প্রত্যকেটি সৎকাজই সদকা।”

তারপর তিনি তাঁর সনদে জাবরে ইবনে আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: “প্রতিটি সৎকাজই সদকা।”

ইবনে বাত্‌তাল বলেন: “হাদীসটি প্রমাণ করে যে, মানুষ প্রত্যকে যে ভাল কাজ করে বা যে ভাল কথা বলে এর বদলে তার জন্ম একটি সদকা লেখা হয়।”

নবী বলেন: রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী: “প্রতিটি সৎকাজ-ই সদকা” অর্থাৎ নবীর দিক সদকার অধিকৃত।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।